সংক্ষিপ্ত সার

এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে রচিত কাহিনির পর্যালোচনা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ দৃষ্টিভঙ্গিতে 'মেয়ে গোয়েন্দা' শব্দবন্ধটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। প্রচলিত সমাজ মানসিকতা একটি মানুষের লিঙ্গগত পরিচয়ের ভিত্তিতে তার আচার-আচরণ থেকে তার পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুকেই একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢেলে ফেলতে চায়। তাই অধিকাংশ সময় শুধুমাত্র পুরুষ চরিত্ররাই গোয়েন্দা কাহিনির জগতকে অধিকার করে রাখে। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সমগ্র সমাজ মনস্তত্ব পরিবর্তিত না হলেও লেখকরা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে আঘাত হানার চেষ্টা করেন। তার ফল স্বরূপ পুরুষ সর্বস্ব গোয়েন্দা কাহিনির ধারায় মেয়ে গোয়েন্দাদের নামও সংযুক্ত হতে থাকে। কিন্তু প্রথম প্রয়াসেই তা সমালোচনার ঊর্ধে উঠে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠেনি। একটু একটু করে মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনির ধারা বিবর্তিত হয়েছে। কখনও পিতৃতন্ত্রের প্রতিস্পর্ধী চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে আসলে পিতৃতন্ত্রের জালেই রচয়িতা জড়িয়ে পড়েছেন। আবার কখনও প্রচলিত নারীবাদী ধারনাকে অস্বীকার করতে গিয়ে রচয়িতারা মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রকে পিতৃতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী নিপুণ নারীতে পরিণত করেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধরণের মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মিত হয়েছে। মেয়ে গোয়েন্দারা কিভাবে বিভিন্ন রচয়িতার কলমে আলাদা আলাদা পরিচয়ে হাজির হয়েছে এই সন্দর্ভে সেই দিকটি উচ্চকিত করার প্রয়াস রয়েছে।

আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই সন্দর্ভে মূলত বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গবেষণার বিষয় কেন্দ্রিক যে কাহিনিগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস রয়েছে। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'কৃষ্ণা সিরিজ' ও 'কুমারিকা সিরিজ',

নলিনী দাশের ‘গণ্ডালু সিরিজ’, মনোজ সেনের ‘দময়ন্তী সিরিজ’, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গার্গী সিরিজ’ ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘মিতিনমাসি সিরিজ’কে এই সন্দর্ভের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পাশাপাশি নন্দিনী নাগের গোয়েন্দা তিস্তা কেন্দ্রিক তিনটি উপন্যাস ‘হত্যার পরিমিতি’, ‘ভালোবাসার পাসওয়ার্ড’, ‘ডুয়ার্সে ডামাডোল’; ইন্দ্রনীল সান্যালের চারটি উপন্যাস --- ‘কর্কটক্রান্তি’, ‘ময়না তদন্ত’, ‘পণ্যভূমি’, ‘স্নেহজাল’; পারমিতা ঘোষ মজুমদারের ‘রাবংলা সম্ভব’, শাশ্বতী সেনের ‘নেপাল রহস্য’কেও আলোচনার আওতায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, গজেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, অজিতকৃষ্ণ বসু, নলিনী দাশ, মঞ্জিল সেন, পবিত্র সরকার, নবনীতা দেব সেন, শিবানী চৌধুরী, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, স্বাতী ভট্টাচার্য, রাজেশ বসু, হিমাদ্রীশেখর দাশগুপ্ত ,আশিস কর্মকার প্রমুখ লেখকদের বিভিন্ন গোয়েন্দা গল্প গবেষণার ক্ষেত্রে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।